তারিখ ... 24 ... ২০০১ ...
পৃষ্ঠা ১ ... ১ ...

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা অনিশ্চিত

মুসতাক আহমদ

অস্থির রাজনীতির ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে উচ্চশিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রম। নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা হচ্ছে না কোথাও। কি পাবলিক আর কি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়— সর্বত্র একটা নিষ্ক্রীয় অবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি দুর্যোগে পড়েছে এর ভর্তি কার্যক্রম। তারিখ ঘোষণা করেও ভর্তি পরীক্ষা নিতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। একের পর এক স্থগিত হয়ে যাচ্ছে পরীক্ষা। ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ বারবার পিছিয়েও পরীক্ষা নিতে পারেনি। এমনকি অন্তত ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য তাদের পরীক্ষা নেয়ার কার্যক্রম স্থগিত করেছে। ফলে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের শুরুতেই হোঁচট খাচ্ছে প্রায় ৮ লাখ ছাত্রছাত্রী। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বছরের আগেও ভর্তি পরীক্ষা হতো ফেব্রুয়ারি-মার্চে। ১৯৯৯-২০০০ সালের দিকে এ পরীক্ষা হতো মে-জুনে। অর্থাৎ তখন ৮ মাস থেকে এক বছরের সেশন জট মাথায় নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতো। পরে এইচএসসি পরীক্ষা এগিয়ে নেয়া এবং জুলাই-আগস্টে তার ফল প্রকাশের রেকর্ড সৃষ্টির পর সেই সেশন জট দূরীভূত হয়। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিরা জানিয়েছেন, চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে যেভাবে একের পর এক ভর্তি

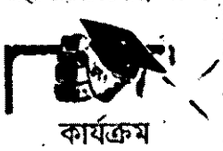

কার্যক্রম স্থগিত অন্তত ১০টিতে

অনিশ্চিত : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

অনিশ্চিত : ভর্তি পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যাচ্ছে, এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে চলতি বছরে পরীক্ষা গ্রহণ ও ভর্তি করে ক্লাস-কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে না। ফলে কয়েক মাসের সেশন জট মাথায় নিয়েই শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ বারবার পরিবর্তন করতে হয়েছে। তিনি মনে করেন এতে হাজার হাজার ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এটি জাতির জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক বলেও মনে করেন তিনি।

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসিদের সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ সমন্বিতভাবে ঘোষণা করে ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি। সে অনুযায়ী গত নভেম্বরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়। কিন্তু তখন দেশে বিরোধী দলের টানা হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচিও ছিল। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বারবার পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করতে হচ্ছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ক' ইউনিটে মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া একজন ছাত্র 'সীমান্ত'। তার বাবা আবদুল মান্নান জানান, অবরোধের কারণে তার ছেলে সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হতে পারেনি। এ কারণে পরীক্ষায় টিকেও সে ভর্তি হতে পারেনি। তিনি আরও জানান, সেইদিন যারা উপস্থিত হয়েছে, তাদের মধ্যেই বিভাগ বণ্টন করে সাক্ষাৎকার শেষ করে দেয়া হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এভাবে পরীক্ষা শেষ করায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দূর-দূরান্তের শিক্ষার্থীরা অংশ নিতে পারেনি। ফলে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয় এক ধরনের স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র ধারণের আশংকাও তৈরি হয়েছে। জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা নভেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ই তাদের ভর্তি কার্যক্রম শেষ করতে পারেনি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় : ভর্তি পরীক্ষার প্রথম তারিখ নির্ধারিত ছিল ২ থেকে ৯ নভেম্বর। কিন্তু শিক্ষকদের ভিসিবিরোধী আন্দোলন আর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে তা স্থগিত করে চলতি মাসে নেয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাও সম্ভব হয়নি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা পঞ্চম দফায় পিছিয়ে ১০ থেকে ১৪ জানুয়ারি ধার্য করা হয়েছে। প্রথমে ১০ থেকে ১৪ নভেম্বর এ পরীক্ষা নেয়ার কথা ছিল।

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম বর্তমানে স্থগিত রয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর মেধাক্রম অনুযায়ী প্রথম বর্ষে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করার কথা ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তা সম্ভব হয়নি।

চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : ৯ নভেম্বর চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়। পরে ১৫, ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর মৌখিক পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত থাকলেও বিরোধী জোটের অবরোধ কর্মসূচি থাকায় ভর্তি কার্যক্রম স্থগিত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : কয়েক দফায় তারিখ পরিবর্তন করার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। তবে [illegible] ডি এবং এইচ ইউনিটের পরীক্ষা এখনও নিতে পারেনি। যদিও এখন পর্যন্ত ২৬ ডিসেম্বর এ দুই ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত রয়েছে।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় : ১০ থেকে ১২ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ছিল। অবরোধের কারণে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় : এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রথম তারিখ ঘোষণা করা হয় ১৪ থেকে ১৯ নভেম্বর। পরীক্ষার প্রস্তুতিকালীন বিভিন্ন সমস্যা ও রাজনৈতিক বৈরী পরিবেশে তা স্থগিত করে এরপর নানা জটিলতার মুখে তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষের পরীক্ষা বর্তমানে স্থগিত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটির এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : এ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষা প্রথমবারের মতো গুচ্ছপ্রক্রিয়ায় নেয়ার লক্ষ্যে ৩০ নভেম্বর তারিখ নির্ধারণ করা হয়। পরে সিলেটবাসীর দাবির মুখে ও দেশব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়।

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় : হরতাল-অবরোধের কারণে দ্বিতীয়বারের মতো পরিবর্তন করা হয় সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ। প্রথমে ১ ও ৬ ডিসেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও হরতাল ও অবরোধের মতো কর্মসূচিতে তা নিতে পারেনি প্রশাসন। পরে একাডেমিক কাউন্সিলের এক জরুরি সভায় দেশের সার্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি শান্ত হলে নতুন করে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার সিদ্ধান্ত হয়।

শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় : এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা ২৯ নভেম্বর নির্ধারণ করা হয়। পরে তা স্থগিত করে ১৪ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু ১৪ ডিসেম্বরও দেশে অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করায় তা স্থগিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

খুলনা প্রকৌশল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় : এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ ছিল ৩ ও ৪ ডিসেম্বর। কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় তা স্থগিত করা হয়। দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত রাখা এবং পরে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরীক্ষার নতুন তারিখ ও সময় জানিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় : ২৮ নভেম্বর পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও তা স্থগিত করে ৭ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু দেশব্যাপী অবরোধে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাও স্থগিত ঘোষণা করা হয়। পরে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়।

এর বাইরে ১৫ ডিসেম্বর ছিল পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার। ১৭ ডিসেম্বর ছিল পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা। কিন্তু তা স্থগিত ঘোষণা করতে হয়েছে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ থেকে ২৭ নভেম্বর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর এ পর্যন্ত কেবল 'বি' ইউনিটের (সঙ্গীত ও চারুকলা) কৃতকার্য ভর্তিচ্ছুদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হলেও অবরোধের কারণে অবশিষ্ট ইউনিটগুলোর সাক্ষাৎকার গ্রহণ অনির্দিষ্টকালের [illegible] কর্তৃপক্ষ। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর পরী[illegible] চলমান অবরোধ কর্মসূচির কারণে পরীক্ষার আগের দিন [illegible] প্রশাসন [illegible] ভর্তি পরীক্ষা ২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৮ ডিসেম্বর থেকে [illegible] ভর্তি কার্যক্রম [illegible] কথা রয়েছে। নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ ও ২১ ডিসেম্বর [illegible] নেয়ার কথা ছিল। কিন্তু অনির্দিষ্টকালের জন্য তা স্থগিত করা হয়েছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭, ৮ ও ৯ ডিসেম্বর পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত ছিল। কিন্তু তাও স্থগিত করে কর্তৃপক্ষ।